যুগান্তর

তারিখ 10 SEP 2007
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৪

৪৬

দুর্নীতি বন্ধে ৩০ সৎ ও মেধাবী কর্মকর্তা খুঁজছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা প্রশাসনে দুর্নীতি বন্ধ এবং কাজে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে ৩০ জন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, উদ্যমী ও মেধাবী কর্মকর্তা খুঁজছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। রোববার বিকালে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবদুল আউয়াল মজুমদার এক মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), শিক্ষা বোর্ডসহ শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ ও অধিদফতরের বাস্তব অবস্থা জানার লক্ষ্যে তিনি ওই সভার আয়োজন করেন।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকদের পদোন্নতির যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছে মন্ত্রণালয়। বিবদমান দু'গ্রুপ সমঝোতা করে এলেই পদোন্নতির আদেশ দেয়া হবে। বর্তমানে ৯শ' প্রভাষক এবং ২শ' সহকারী অধ্যাপকের পদোন্নতির বিষয়টি ২ বছরেরও বেশি সময় ঝুলে আছে। এ বিলম্বের কারণে শূন্য পদের সংখ্যা আরও বেড়েছে। আবদুল আউয়াল মজুমদার জানান, পদোন্নতি দিতে না পারলে ২৭তম বিসিএসে যারা নিয়োগের সুপারিশ পাবেন তাদের পোস্টিংয়ে সমস্যায় পড়তে হবে মন্ত্রণালয়কে।

অতিরিক্ত সচিব বলেন, মন্ত্রণালয়ে তদবির পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে নিজের তদবির করবে, তার কাজ হবে সবার শেষে। জন্য যে নিজের পরিবর্তে আরেকজনকে যোগ্য বলে সুপারিশ করবে, সেখানে সুপারিশপ্রাপ্ত এবং সুপারিশকারী দু'জনের বিষয় বিবেচনায় রাখা হবে। তিনি জানান, শিক্ষা ভবন এবং পরিদর্শন ও অডিট (ডিআইএ) শাখার যেসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে ইতিমধ্যে তাদের অনেককে বদলি করা হয়েছে। আরও অনেক কর্মকর্তা তালিকাভুক্ত আছেন। মন্ত্রণালয়েরও ২ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দু'সপ্তাহের মধ্যে আরও ৩ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া যেসব কর্মকর্তার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে তারা নজরদারিতে আছেন। অভিযোগের সত্যতা বা প্রমাণ মিললেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অনুষ্ঠানে আউয়াল মজুমদার বলেন, তরুণ প্রভাষক এবং সহকারী অধ্যাপকদের মধ্য থেকে শিক্ষা ভবন ও ডিআইএতে ৩০ জন নিয়োগ দেয়া হবে। দুর্নীতিবাজদের সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়া হয়েছে। এটা চিরস্থায়ী করতেই সৎ ব্যক্তিদের খোঁজা হচ্ছে। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মাত্র ৫ দিনের প্রক্রিয়ায় ১৭ জনকে নিয়োগদানের কথা জানিয়ে বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছ জনপ্রশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে স্বচ্ছ নিয়োগ, উপযুক্ত পদায়ন এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দান। এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয় সম্প্রতি ১৭ জনকে নিয়োগ দিয়েছে। ২৯ আগস্ট নিয়োগ পরীক্ষা নেয়া হয়।